বাবা ফরীদ রَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জীবনি

(ওরশ মোবারক: ৫ মুহাররম)

- সমস্ত বরকত ও রূহানিয়্যত সেই একটি দানাতেই ছিলো
- উপকার তো আপনার দয়ার দৃষ্টিতেই হবে
- জাদুকরের তাওবা
- ফরীদুল হক, হকের সাথে মিলিত হলো

উপস্থাপনায়: **আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ** (দা'ওয়াতে ইসলামী)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ؕ
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ؕ بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ؕ

বাবা ফরীদ رَحۡمَۃُاللّٰہِ عَلَیۡہِ এর জীবনি

আত্তারের দোয়া

হে আল্লাহ পাক! যে কেউ "বাবা ফরীদ رَحۡمَۃُاللّٰہِ عَلَیۡہِ এর জীবনি" পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে স্বপ্নে বাবা ফরীদ উদ্দীন গঞ্জেশকর رَحۡمَۃُاللّٰہِ عَلَیۡہِ এর যিয়ারত দান করো আর জান্নাতুল ফেরদৌসে তাঁর সংস্পর্শ দান করো।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি আমার প্রতি ১০০বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, **আল্লাহ পাক** তার উভয় চোখের মধ্যখানে লিখে দিবেন যে, সে নিফাক (কপটতা) এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত আর তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে রাখবেন।

(মু'জামু আওসাত, ৫/২৫২,হাদীস ৭২৩৫)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

নামাযী বানানোর আশ্চর্য পদ্ধতি

এক নেক পরিবারের ভদ্র ও সৌভাগ্যবান শিশুর শিশুকাল থেকেই চিনি খুবই পছন্দনীয় ছিলো। তার আম্মাজান প্রথমবার যখন তাকে নামাযের প্রতি উৎসাহ প্রদান করলো তখন বললেন: "বৎস! নামায পড়ো, এতে **আল্লাহ পাক** সন্তুষ্ট হয়ে থাকে এবং ইবাদত পরায়ন বান্দাদেরকে নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেন। তুমি যদি নামায পড়ো তবে তুমি চিনি পেয়ে যাবে। সেই সৌভাগ্যবান শিশু যখন নামায আদায় করতো তখন তার আম্মাজান জায়নামাযের নিচে চিনির একটি ছোট প্যাকেট (Small Packet) রেখে দিতেন। সেই শিশু নিয়মিত নামায আদায় করতো এবং নামাযের পর চিনি আকারে নিজের পছন্দনীয় বস্তু পেয়ে যেতো। একদিন তার আম্মাজান ব্যস্ততার কারণে জায়নামাযের নিচে চিনি রাখতে ভূলে গেলেন। যখন সেই শিশু নামায থেকে অবসর হলো তখন আম্মাজান জিজ্ঞাসা করলেন: বৎস! চিনি পেয়েছো? সৌভাগ্যবান শিশুটি আরয করলো: জি আম্মাজান! আমি প্রত্যেক নামাযের পর চিনি পেয়ে যাই। একথা শুনে আম্মাজান কেঁদে দিলেন আর এই গায়েবী সাহায্যে মনে মনে **আল্লাহ পাকে**র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে লাগলেন। **(মাহবুবে ইলাহী, ৫৬ পৃষ্ঠা। তাযকিরায়ে আউলিয়া পাকিস্তান, ১/২৮৯। জাওয়াহেরে ফরীদি, ২৯৮ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা কি জানেন এই সৌভাগ্যবান নামাযী "শিশুটি" কে ছিলেন? তিনি প্রসিদ্ধ **আল্লাহ**র অলী সিলসিলায়ে আলীয়া চিশতীয়ার মহান ইমাম হযরত বাবা ফরীদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর চিশতী رَحۡمَۃُاللّٰہِ عَلَیۡہِ ছিলেন।

পরিচিতি

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৫৬৯ বা ৫৭১ হিজরী মোতাবেক ১১৭৫ সালে মুলতানের শহর "কাতওয়ালে" জন্ম গ্রহণ করেন। (সিরাতুল আউলিয়া, ১৫৯ পৃষ্ঠা। হায়াতে গঞ্জেশকর, ২৫৮ পৃষ্ঠা) তাঁর আসল নাম "মাসউদ" আর "ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশকর" উপাধীতে তিনি অধিক প্রসিদ্ধ, তাঁর বংশীয় ধারা জান্নাতী সাহাবী আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ পর্যন্ত পৌঁছে।

গঞ্জেশকর বলার কারণ

তাঁকে গঞ্জেশকর বলার কয়েকটি কারণ প্রসিদ্ধ, যার মধ্যে দু'টি শুনুন!

(১) মলফুযাতে আলা হযরতে বর্ণিত রয়েছে: হযরত শায়খ ফরীদুল হক ওয়াদ দ্বীন গঞ্জেশকর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার ৮০ (বেলা) অনাহারে ছিলেন। নফস "اَلْجُوْع اَلْجُوْع" (হায় ক্ষুধা, হায় ক্ষুধা) বলে চিৎকার করছিলো, তাকে সান্তনা দেয়ার জন্য কিছু কঙ্কর (Stone) নিয়ে মুখে দিয়ে দিলেন। মুখে দিতেই তা চিনি হয়ে গেলো, যে কঙ্করই মুখে দিতেন তা চিনি হয়ে যেতো, এই কারণেই তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "গঞ্জেশকর" নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যান।

(মলফুযাতে আলা হযরত, ৪৮২ পৃষ্ঠা)

(২) একবার কিছু ব্যবসায়ী উটের উপর চিনির বোঝা নিয়ে যাচ্ছিলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন: উটের উপর কি জিনিষ? এক ব্যবসায়ী বললো: উটের উপর লবণ (Sault) বোঝাই। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: তুমি যখন বলছো তবে লবণই

হবে। যখন কাফেলা তাদের গন্তব্যে পৌঁছলো এবং মালামাল খোলা হলো তখন এতে চিনির পরিবর্তে লবণই পেলো। এটা দেখে ব্যবসায়ী বুঝে গেলো যে, এটা আমার মিথ্যা বলার পরিণাম, অতএব উল্টো পায়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হলো এবং আরয করলো: আমার ভূল হয়ে গেছে, ক্ষমা করে দিন, আসলে উটের উপর লবণ নয় চিনি ছিলো। একথা শুনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: তুমি যখন বলছো তবে চিনিই হবে। ব্যবসায়ী ফিরে গিয়ে দেখলো সমস্ত লবণ চিনিতে পরিবর্তন হয়ে গেছে।

(আখবারুল আখইয়া, ৫৩ পৃষ্ঠা। খযিনাতুল আসফিয়া, ২/২০। গুলযারে আবরার, ৪৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেককার মায়ের বরকত সমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মা সন্তানের জন্য যেনো জমিনের ভূমিকা রাখে, অতএব স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পুরুষকে অনেক সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ, কেননা মায়ের ভাল বা মন্দ স্বভাব কাল সন্তানের মাঝেও স্থানান্তরিত হবে। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কোন মহিলাকে বিবাহ করার জন্য চারটি বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে: (১) তার সম্পদ (২) বংশ (৩) সৌন্দর্য এবং (৪) দ্বীন।" অতপর ইরশাদ করলেন: "তোমাদের হাত ধুলোমলিন হোক, তোমরা দ্বীনদার মহিলা অর্জনের চেষ্টা করো।"

(বুখারী, ৩/৪২৯, হাদীস ৫০৯০)

সিলসিলায়ে আলীয়া চিশতীয়ার তিনজন মহান ইমাম হযরত সায়্যিদুনা খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী, হযরত বাবা ফরীদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর এবং হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ

নিজামুদ্দীন আউলিয়া رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এর দ্বীনী শিক্ষা তাঁদের আম্মাজানের হাতেই হয়েছে। কেননা এই তিনজন আউলিয়ায়ে কিরামের আব্বাজান শিশুকালেই ইন্তিকাল করেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুলতান শরীফে আগমন

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১৮ বছর বয়সে মুলতান গিয়েছিলেন। যেখানে হযরত মাওলানা মিনহাজুদ্দীন তিরমিযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাদরাসায় ভর্তি হয়ে কোরআন ও হাদীস, ফিকাহ ও কালাম এবং অন্যান্য প্রচলিত জ্ঞানের পাশাপাশি আরবী ও ফার্সি ভাষায়ও দক্ষতা অর্জন করেন। প্রতিদিন এক খতম কোরআন শরীফ পাঠ করা তাঁর অভ্যাস ছিলো। সামান্য সময়েই ওস্তাদদের শুভদৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলেন।

আনারের একটি দানার কারিশমা

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ জালালুদ্দীন তিবরীযি সোহরাওয়ার্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁকে একটি আনার উপহার স্বরূপ প্রদান করলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রোযা ছিলেন এজন্য অন্যান্য সাথীরা তা খেয়ে নিলো। ইফতারের পর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আনারের ছিলকার মাঝে একটি দানা পেলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই দানা খেলে এমন অনুভব হলো, রূহানিয়্যতের আলোতে তাঁর অস্তিত্ব ঝলমল করে উঠলো। পরে যখন এই ঘটনা বাবা ফরীদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর পীর ও মুর্শিদ হযরত সায়্যিদুনা খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী চিশতী

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে শুনালেন তখন তিনি বললেন: সমস্ত বরকত ও রূহানিয়্যত সেই একটি দানাতেই ছিলো। অবশিষ্ট ফল এর মধ্যে কিছুই ছিলো না। (মাহবুবে ইলাহী, ৫৩ পৃষ্ঠা)

মে কিউঁ না ফরীদ ফরীদ কহোঁ, মে কিউঁ না তেরী চৌকাঠ চুঁমু
হে দর তেরা জান্নাত কা ঘর, আবাদ রাহে তেরা পাকপতন

জান্নাতী দানা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আনারের ব্যাপারে এই বিষয়টি প্রসিদ্ধ রয়েছে, প্রতিটি আনারে একটি জান্নাতী দানা থাকে, যেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা হামিদ বিন জাফর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর পিতা থেকে উদ্ধৃত করেন; সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا আনারের এক একটি দানা খেয়ে নিতেন, কেউ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তখন তিনি বলেন: আমি সংবাদ পেয়েছি, জমিনে কোন আনারের গাছ এমন নেই, যাকে (ফলকে) উপযুক্ত করার জন্য এতে জান্নাতি আনার থেকে একটি দানা প্রদান করা হয়নি, তাই হতে পারে এটাই সেই দানা।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/৩৯৮, হাদীস ১১৩৯)

বরকতের অর্থ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খাওয়ার সময়এই বিষয়ে খেয়াল রাখা উচিৎ, খাবারের কণাও যেনো নষ্ট না হয়। হতে পারে খাবারের সমস্ত বরকত সেই একটি গ্রাসেই বিদ্যমান, যা নষ্ট করে দেয়া হয়েছে। হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: **তোমরা জানো না যে, খাবারের বরকত কোন অংশ রয়েছে।** (মুসলিম, ১১২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ২০৩৪)

হাফেয কাযী আবুল ফযল এয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "তোমরা জানো না যে, খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে।" এর আসল অর্থ তো **আল্লাহ পাকই** ভাল জানেন। কিন্তু এখানে বরকত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কম খাবার অধিক লোকের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাওয়া আর এই খাবারের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন হওয়া। যদিও বরকতের মূল তো কোন জিনিষ বেশি হয়ে যাওয়া এবং এতে ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়ে যাওয়া।

(আকমালুল মুয়াল্লিম, ৬/৫০১, ২০৩২ নং হাদীসের পাদটিকা)

চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে পাত্র ধুয়ে পান করার উপকারীতা

اَلْحَمْدُ لِلّٰه কোন সুন্নাত হিকমত বহির্ভূত নয়। আধুনিক বিজ্ঞানও আজ স্বীকার করছে যে, ভিটামিন বিশেষত **"ভিটামিন বি কমপ্লেক্স"** খাবারের উপরিভাগে কম ও পাত্রের তলায় বেশী হয়ে থাকে। এছাড়া খাদ্যে বিদ্যমান খনিজ লবণ শুধুমাত্র তলাতেই থাকে, ওটা পাত্র চাটাতে বা ধুয়ে পান করাতে অনেক রোগ প্রতিরোধের কারণ হয়ে থাকে। **(ফয়যানে সুন্নাত, ১/২১১)**

(খাবারের সুন্নাত ও আদব সম্পর্কে বিস্তরিত জানতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব **"ফয়যানে সুন্নাত"** এর **খাবারের আদব** এবং পুস্তিকা **"খাবারের ইসলামী নিয়মাবলী"** অধ্যয়ন করুন।)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুরীদ হওয়ার ঘটনা

হে আশিকানে বাবা ফরীদ! ছাত্র অবস্থায় হযরত বাবা ফরীদ গঞ্জেশকর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মসজিদের চলে যেতেন এবং কিবলামূখী হয়ে বসে নিজের পাঠ (Lesson) মুখস্ত করতেন। একবার সুলতানুল মাশায়িখ হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুলতানে এই মসজিদে নামায পড়ার জন্য আগমন করলেন। হযরত বাবা ফরীদ গঞ্জেশকর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অভ্যাস অনুযায়ী অধ্যয়নে লিপ্ত ছিলেন, এমন সময় এক অভূতপূর্ণ অনুভূতি তাঁকে দৃষ্টি উঠাতে বাধ্য করে দিলো। দৃষ্টি উঠাতেই একজন অলীয়ে কামিলের আলোকিত এবং নূরানী চেহারার যিয়ারতে চক্ষু শীতল হতে লাগলো, অতএব নিরুপায় হয়ে সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলেন আর কাছে এসে দু'যানু হয়ে বসে গেলেন। হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাহিয়াতুল মসজিদ (নফল) নামায পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন: কি পড়ছো? আরয করলেন: ফিকাহের কিতাব "আন নাফেয়ে"। বললেন: তুমি কি জানো যে, এই কিতাব দ্বারা উপকৃত হবে? আরয করলেন: হুযুর! উপকার তো আপনার দয়ার দৃষ্টিতেই হবে। উত্তর শুনে হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুবই খুশি হলেন এবং স্নেহ প্রদর্শন করে তাঁকে নিজের মুরীদ বানিয়ে নিলেন। যখন হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুলতান শরীফ থেকে যাত্রা করলেন তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِও পেছনে পেছনে যেতে লাগলেন, তা দেখে হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: প্রথমে ভালভাবে ইলমে দ্বীন অর্জন করো, তারপরই আমার নিকট দিল্লি এসো,

কেননা জ্ঞানহীন দরবেশ শয়তানের উপহাসের পাত্র হয়ে থাকে। (সীরাতুল আউলিয়া, ১২১ পৃষ্ঠা। খযিনাতুল আসফিয়া, ২/১১০) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সেহরে কি রঙ্গত আজমেরী, হে নূর কে তারে হাজবেরী
মাখদুম ও নিযাম পড়ি মিল কর আ'বাদ রাহে তেরা পাকপতন

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইলমে দ্বীন অর্জন করা খুবই উত্তম ইবাদত। জ্ঞানের আলো দ্বারা অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতার অন্ধকার থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: যে ইলমে দ্বীনের সন্ধানে কোন রাস্তা দিয়ে চলে, তবে **আল্লাহ পাক** তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন আর নিঃসন্দেহে ফিরিশতারা ইলমে দ্বীন অন্বেষণকারীর (শিক্ষার্থী) আমলে খুশি হয়ে তার জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেয় আর নিশ্চয় জমিন ও আসমানে অবস্থানকারীরা এমনকি পানিতে মাছেরাও আলিমে দ্বীনের জন্য ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করে থাকে এবং আলিম আবিদের উপর মর্যাদা এমন, যেমন চৌদ্দ তারিখের রাতের চাঁদ অন্যান্য নক্ষত্রের উপর আর নিশ্চয় ওলামারা হলেন আম্বিয়াদের ওয়ারিশ।

(ইবনে মাজাহ, ১/১৪৫, হাদীস ২২৩)

হে আশিকানে বাবা ফরীদ! ইলমে দ্বীন অর্জন করার অন্যতম একটি মাধ্যম হলো আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাত শিখার জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করা এবং মাকতাবাতুল

মদীনার কিতাব ও পুস্তিকা অধ্যয়ন করা। আসুন! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একটি **"মাদানী বাহার"** শুনি: ফয়সালাবাদের এক যুবক ইসলামী ভাই খুবই ফ্যাশন পছন্দ করতো, যখনই মার্কেটে নতুন ফ্যাশনের শার্ট প্যান্ট আসতো তা কিনে নিতো। দুনিয়ার রঙ তামাশায় এমন মত্ত ছিলো যে, তার নামায পড়তে মন চাইতো না, তার পিতা ফজরের নামাযের জন্য জাগালে তখন **"কাল থেকে পড়বো, এই জুমা থেকে নামায পড়া শুরু করবো"** ইত্যাদি বলে এড়িয়ে যেতো। তার বড় ভাই যে কলেজে পড়তো, সে সৌভাগ্যক্রমে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিলো, যার প্রভাব ঘর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো। বড় ভাই একদিন সুন্নাতে ভরা ইজতিমা থেকে ফিরার সময় মাকতাবাতুল মদীনার কয়েকটি পুস্তিকা নিয়ে আসলো, যখন ছোট ভাই এই পুস্তিকাগুলো পাঠ করলো তখন তার অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করলো যে, এখন আমাকেও **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালা হতে হবে। অতএব সেও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করলো, যেখানে সে **"কালো বিচ্ছু"** বয়ানটি শুনলো। সে কেঁদে কেঁদে তাওবা করলো এবং দাঁড়ি শরীফ দ্বারা চেহারা সাজানো শুরু করলো। সে গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মুরীদও হলো এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ করতে করতে দরসে নিজামীতে ভর্তিও হয়ে গেলো এবং "ওকিল ও জজ মজলিশ" এর বিভাগীয় যিম্মাদারে পরিণত হলো। **(ফয়যানে নামায, ৯৭ পৃষ্ঠা)**

ইলম হাছিল করো জাহাল যায়িল করো পাওগে রা'হাতেঁ কাফেলে মে চলো

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শয়তান প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না

হযরত বাবা ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশকর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন বাগদাদ উপস্থিত হলেন, তখন ১৫দিন হযরত সায়্যিদুনা শাহাবুদ্দীন ওমর সোহরাওয়ার্দি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বরকতময় সহচর্যে ছিলেন, যখন সেখান থেকে বিদায় নিতে লাগলেন তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের হাতে লিখিত কিতাব **"আওয়ারিফুল মাআরিফ"** প্রদান করে বললেন: শয়তান তোমার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

(আনওয়ারুল ফরীদ, ৩২৬ পৃষ্ঠা)

ইউঁ বাবা তেরী বা'রাত সাজি, পিছে হে অলী আ'গে হে নবী
নবীউঁ কে নবী ভি তেরে ঘর আ'বাদ রাহে তেরা পাকপতন

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রসিদ্ধি ও যশ খ্যাতির প্রতি ঘৃণা

হযরত বাবা ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশকর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার দিল্লীতে মাওলানা বদরুদ্দীন গযনভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওখানে বয়ান করার জন্য গমন করলেন কিন্তু যখন তাঁর পরিচিতি কয়েকটি প্রশংসামূলক বাক্য দ্বারা করা হলো তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সাথেসাথেই সেখান থেকে ফিরে আসলেন এবং আর কখনো তাঁর বয়ানের মাহফিলে গমন করেননি।

মেরা হার আমল ব্যস তেরে ওয়াস্তে হো, কর এখলাস এ্যয়সা আতা ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জাদুকরের তাওবা

হযরত বাবা ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশকর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পাকপতন শরীফে অবস্থান করার শুরুর দিকের ঘটনা যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জঙ্গলে উপবিষ্ট ছিলেন। এক বৃদ্ধা মহিলা মাথায় দুধের পাত্র নিয়ে যাচ্ছিলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন: আম্মা কোথা থেকে আসছো? কোথায় যাচ্ছো? আর মাথায় কি? সে কাঁদতে কাঁদতে বললো: হে **আল্লাহ**র নেক বান্দা! এই শহরে একটি জাদুকর আছে, যে গরীবদের উপর অত্যাচার করে। যে তার কথা মানে না তবে তাকে কষ্ট দিয়ে খুবই ক্ষতি করে। যার থেকে যা ইচ্ছা তার সাথীদের দিয়ে চাইবে আর কেউ তা অস্বীকার করতে পারে। এই দুধ তার আদেশে নিয়ে যাচ্ছি। যদি না যাই তবে আমার ঘরে যে দুধ আছে সবই রক্ত হয়ে যাবে। এই কথাবার্তা বলতে যে দেরী হয়ে গেছে জানিনা তার শাস্তি কি পাবো। জাদুকরের অত্যাচারের কাহিনী শুনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই মহিলাটিকে শান্তনা দিয়ে বললেন: বসে যান! ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই, এই সকল দুধ আনন্দচিত্তে ফকীরদের মাঝে বন্টন করে দিন, আপনাকে কেউ কিছুই করতে পারবে না। এরই মধ্যে জাদুকরের এক সাথী সেখানে পৌঁছলো এবং সে বৃদ্ধা মহিলাটিকে ধমকাতে চাইলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার দিকে তাকিয়ে বললেন: চুপ হয়ে বসে যা। সে বসতেই তার মুখ বন্ধ হয়ে গেলো। এমনসময় আরেকজন সাথী এসে পৌঁছলো। সেও চুপচাপ বসে গেলো। এভাবেই তার সাথীরা আসতে লাগলো আর বসে যেতে

লাগলো। যদি কেউ উঠতে চাইতো তবে উঠতে পারতো না। ততক্ষণে জাদুকরও সেখানে এসে গেলো। নিজের শাগরিদদের অসহায়ত্ব দেখে রাগে অগ্নিশর্মা (Extremely angry) হয়ে গেলো এবং জাদুর মাধ্যমে তাদেরকে ছাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগলো কিন্তু কিছুই করতে পারলো না। যখন তার কোন জাদুই কাজ করলো না তখন অবশেষে বাধ্য হয়ে নম্রতার সূরে বললো: হযরত! আমার শাগরিদদের ছেড়ে দিন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: একটি শর্তে মুক্তি দিতে পারি, তুমি এই শহর থেকে চলে যাবে এবং আর কখনোই এরূপ অত্যাচারের কাজও করবেনা। জাদুকর শর্ত মেনে নিলো এবং তখনই সমস্ত মালামাল নিয়ে পাকপতন শরীফ থেকে চলে গেলো। এভাবেই তাঁর কারামতে জাদুকরের অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে পাকপতন শরীফের অধিবাসীরা মুক্তি পেলো।

(সীয়রুল আকতাব, ১৯০ পৃষ্ঠা। খযিনাতুল আসফিয়া, ১১৯ পৃষ্ঠা। মাহবুবে ইলাহী ৬১ পৃষ্ঠা)

মাঙ্গতো পে নযর ইয়া গঞ্জেশকর আ'বাদ রাহে তেরা পাকপতন
এ্যয় খাজা কুতুব কে নূরে নযর আ'বাদ রাহে তেরা পাকপতন
তেরী দীদ কো আপনি ঈদ কাহীঁ, সব তুঝ কো ফরীদ ফরীদ কাহে
দেতে হে সদা খোজা কালীর আ'বাদ রাহে তেরা পাকপতন

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সিজদার আধিক্য

হযরত বাবা ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশকর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাঝে অনেক সময় এমন অবস্থা বিরাজ করতো যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক একদিনে হাজার হাজার সিজদা করতেন। (হাশত বেহেশত, ৪৯৭ পৃষ্ঠা)

নিজেও কঠোরভাবে জামাআতের নিয়মানুবর্তিতা পালন করতেন এবং নিজের মুরীদদেরও জামাআত সহকারে নামায আদায় করার উপদেশ দিতেন। (আনওয়ারুল ফরীদ, ৩৪৯-৩৫১ পৃষ্ঠা)

চারটি বিষয়

হযরত বাবা ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশকর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একবার বলেন: যে ব্যক্তি চারটি জিনিস থেকে পালায়, তার কাছ থেকে চারটি জিনিষ দূর করে দেয়া হয়: যে যাকাত দেয় না তাকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়। যে সদকা ও কুরবানী করেনা তার কাছ থেকে আরাম ও প্রশান্তি নিয়ে নেয়া হয়। যে নামায পড়ে না, মৃত্যুর সময় তার ঈমান ছিনিয়ে নেয়া হয় আর যে দোয়া করে না, **আল্লাহ পাক** তার দোয়া কবুল করেননা।

(হাশত বেহেশত, রাহাতুল কুলুব, ২২০ পৃষ্ঠা)

আমি সংযোগ স্থাপনকারী

একবার হযরত বাবা ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশকর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খেদমতে একজন ভক্ত উপহার স্বরূপ কাঁচি দিলেন, তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বুঝানোর জন্য বললেন: **আমাকে কাঁচি দিও না, আমি কর্তনকারী নই বরং আমাকে সূঁই দাও কেননা আমি সংযোগ স্থাপনকারীদের অন্তর্ভূক্ত।** (বাবা ফরীদ গঞ্জেশকর, ৫১ পৃষ্ঠা)

হাত চুম্বন করার বরকত

একবার বয়ানের সময় হযরত সায়্যিদুনা বাবা ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশকর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: অসংখ্য গুনাহগার কিয়ামতের দিন

বুযুর্গানে দ্বীনের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুবারক হাত চুম্বন করার কারণে ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে এবং দোযখ থেকে মুক্তি লাভ করবে। অতঃপর বললেন: এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে তাঁর ইন্তিকালের পর কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: مَافَعَلَ اللهُ بِكَ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কিরূপ আচরন করেছেন? বললেন: দুনিয়ার সকল ভাল ও মন্দ ব্যাপারগুলো আমার সামনে রেখে দেয়া হলো, এমনকি নির্দেশ হলো: একে দোযখে নিয়ে যাও। এই নির্দেশ কার্যকর হচ্ছিলো এমনসময় ফরমান হলো: থামো! একবার সে দামেশকের জামে মসজিদে হযরত খাজা সৈয়দ শরীফ যানদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর হাত মুবারক চুম্বন করেছিলো। এই হাত চুম্বন করার বরকতে আমি তাঁকে ক্ষমা করে দিলাম। (হাশত বেহেশত, ৩৮২ পৃষ্ঠা)

سُبْحٰنَ اللهِ! সেই **আল্লাহ** ওয়ালাদের পবিত্র ও বরকতময় সহচর্যের কেমন বরকত যে, যাঁদের বরকতে শুধু দুনিয়া সজ্জিত হয়না বরং আখিরাতও সজ্জিত হয়ে যায়। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে তাঁর আউলিয়ায়ে কিরামের বিশেষ ফয়েয দ্বারা সমৃদ্ধশালী করুক।

আমীরে আহলে সুন্নাতের হাতে এক বিধর্মীর ইসলাম গ্রহণ

১৪০৬ হিজরীতে আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه পাঞ্জাবের মাদানী দাওয়ায় ছিলেন, তখন সাহিওয়ালে এক নাস্তিক (Atheist) তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে এলো। তাকে তার আকীদা ও তত্ত্বে অনেক মজবুত মনে করা হতো, অতএব তার সাথে তর্ক

(বহস) করার পরিবর্তে তিনি دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এই আশায় তার প্রতি যথেষ্ট ভালবাসা ও স্নেহ প্রদর্শন করলেন যে, হয়তো সুন্দর আচরণে মুগ্ধ হয়ে নিজের ভ্রান্ত মতবাদ থেকে তাওবা করে নিবে। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর পাকপতন শরীফে অনুষ্ঠিত মাহফিলে বয়ান করার কথা ছিলো, সুতরাং সেও তাঁর সাথে যেতে সম্মত হয়ে গেলো। বাস যোগে পাকপতন শরীফ পৌঁছার পর তিনি دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه হযরত বাবা ফরীদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নূরানী মাযারে হাজিরী দিলেন। সেই নাস্তিকও (অমুসলিম) তাঁর সাথে ছিলো। রাতের বেলা তিনি دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه তাঁর বিশেষ পদ্ধতিতে ভাবগাম্ভির্যপূর্ণ দোয়া করালেন, উপস্থিতরা অঝোরে কাঁদতে লাগলো। দোয়ার সময় তিনি دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه কেঁদে কেঁদে **আল্লাহ পাকের** দরবারে তার হেদায়তের জন্য দোয়া করলেন। যখন দোয়া শেষ হলো তখন সেই নাস্তিক আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর প্রতি প্রবল ভক্তি প্রদর্শন করে আরয করলো: দোয়ার সময় এক অজানা ভয়ের কারণে আমার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেলো, এখন আমি তাওবা করে নিয়েছি। অতঃপর সে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর মুবারক হাতে নাস্তিকতা থেকে তাওবা করে কলেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলো এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর মাধ্যমে হুযুর সায়্যিদুনা গাউছুল আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর গোলামীর রশিও গলায় লাগিয়ে নিলো। (ইনফিরাদী কৌশিশ, ১০১ পৃষ্ঠা)

শরীয়াতের অনুসরনের শিক্ষা

হযরত বাবা ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশকর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর খলিফা ও মুরীদদেরকে মাঝে মাঝে শরীয়াতের অনুসরনের প্রতি এভাবে জোর তাগাদা দিতেন যে, নিজের মুখ ও হাত দ্বারা কাউকে কষ্ট না দেয়া, কাউকে মন্দ কথা না বলা, নিজের জাহিরকে নিরাপদ রাখা, চোখ ও মুখের নিরাপত্তা রক্ষা করা আর তা **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টিতে ব্যস্ত রাখা, **আল্লাহ পাকের** স্মরণকে অন্তরে অব্যাহত রাখা, যিকির ও তিলাওয়াত দ্বারা সর্বদা নিজের মুখকে সতেজ রাখা এবং শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে অন্তরকে বাঁচিয়ে রাখা।

(শাহানশাহে বিলায়ত হযরত গঞ্জেশকর, ৩১ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে বাবা ফরীদ! হযরত বাবা ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশকর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের ভক্ত ও মুরীদদেরকে যেসকল নেক কাজের উৎসাহ প্রদান করতেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰه তা এবং এর ন্যায় আরো অনেক নেককাজ রয়েছে যা এই যুগে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মাদানী ইনআমাতের মধ্যে লিখে এই উম্মতকে একটি মহান উপহার হিসাবে প্রদান করেছেন।

প্রতিদিন নিজের আমলকে পর্যবেক্ষণ করে প্রত্যেক ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের মাদানী ইনআমাতের রিসালা নিজের যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে নিন।

জিহড়া রাস্তা নবীয়াঁ ওয়ালিয়াঁ দা ওয়াহি রাস্তা মেরে মুর্শিদ দা
ইস রাস্তে তে মেরা ওহ সর হোভে মেরে পীর দী হারদম খেয়র হোয়ে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জীবন যাপনের আদব

হযরত বাবা ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশকর رَحْمَةُاللهِ عَلَيْهِ সর্বদা দু'যানু হয়ে ই বসতেন, যদি ক্লান্ত হয়ে যেতেন বা কষ্ট হতো তবে দু'যানু হাটু দাঁড় করিয়ে উভয় হাত দ্বারা জড়িয়ে ধরে এক হাত দিয়ে অপর হাত ধরে নিতেন এবং মাথা মুবারক হাটুর উপর রাখতেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পরিস্কার পরিছন্ন থাকতে পছন্দ করতেন, এই কারণেই প্রতিদিন গোসল করা তাঁর দৈনন্দিন অভ্যাসে অন্তর্ভূক্ত ছিলো। (আনওয়ারুল ফরীদ, ১৩৯ পৃষ্ঠা)

মেরী হার হার আদা সে ইয়া নবী সুন্নাত ঝলকতি হো
জিধার যাও শাহা খুশবু ওয়াহাঁ তেরী মেহেকতী হো

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইবাদত

হযরত বাবা ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশকর رَحْمَةُاللهِ عَلَيْهِ ইশার নামায পড়ে সারারাত ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন, রমযানুল মুবারকে প্রতিদিন রাতে দুইটি কোরআন খতম করতেন।

(হাশত বেহেশত, ফদলুল ফরীদ, ৬৪৫ পৃষ্ঠা)

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** নেয়ামতকে প্রসিদ্ধ করার নিয়্যতে) নিজেই বলতেন: আমি ৩০ বছর পর্যন্ত এমনভাবে সাধনায় লিপ্ত ছিলাম যে, না দিনকে দিন মনে করতাম, না রাতকে রাত, সারাদিন কোরআন তিলাওয়াত দ্বারা নিজের মুখকে সতেজ রাখতাম আর

সারারাত **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়া করতাম এবং নফল ইবাদতে লিপ্ত থাকতাম। (সাওয়ানেহে বাবা ফরীদ গঞ্জেশকর, ৩৮ পৃষ্ঠা)

তিলাওয়াত কা জযবা আতা ইয়া ইলাহী মুয়াফ ফরমা মেরী খাতা ইয়া ইলাহী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মনের খরব জেনে গেলেন

হযরত বাবা ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশকর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শুরুর দিকে সাওমে দাউদী (অর্থাৎ একদিন পর পর রোযা) রাখতেন, একদিন হযরত শায়খ আলী মিরাঠী বাবা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আগমন করলেন, খাবার খাওয়ার সময় মনে খেয়াল আসলো যদি হযরত বাবা ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশকর (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) প্রতিদিন রোযা রাখতো তবে কতইনা ভাল হতো, হযরত বাবা ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশকর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নূরে বাতেনী (অন্তদৃষ্টির নূর) দ্বারা এই বিষয়টি জেনে গেলেন, অতএব বললেন: আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করছি যে, সর্বদা রোযা রাখবো, অতঃপর নিজের এই প্রতিজ্ঞার উপর শেষ বয়স পর্যন্ত অটল ছিলেন। (সাওয়ানেহে বাবা ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশকর, ৩৯ পৃষ্ঠা)

আহকামে শরয়ী পর মুঝে দেয় দেয় আমল কা শওক
পেয়করে খুলুচ কা বানা ইয়া রাব্বে মুস্তফা

বাইয়াতের পদ্ধতি

তাঁর নেকীর দাওয়াতের পদ্ধতিও দ্বীন প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই হতো, শরীয়াতের বিরোধীতা সহ্য করতেন না, ইসলামের রুকনের নিয়মানুবর্তিতার প্রতি জোর তাগাদা দিতেন এবং মুরীদ বানানোর

সময় প্রত্যেকের কাছ থেকে এই ওয়াদা গ্রহণ করতেন যে, "আমি **আল্লাহ পাকের** প্রতি ওয়াদা করছি যে, আমার হাত, পা এবং চোখকে শরীয়াত বিরোধী বিষয় থেকে বাঁচিয়ে রাখবো এবং শরীয়াতের বিধানাবলী পালন করবো। اِنْ شَآءَ الله"

(হায়াতে গঞ্জেশকর, ৪৭৬ পৃষ্ঠা)

সিজদা অবস্থায় ওফাত শরীফ

শা'বানুল মুয়াযযম ৬৬৩ হিজরী, মে ১২৬৫ সালে হযরত বাবা ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশকর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অসুস্থতা প্রবল আকার ধারন করে। প্রচন্ড কষ্টেও তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নামায জামাআত সহকারেই আদায় করতেন। ৪ মুহাররামুল হারাম ৬৬৪ হিজরী, ১৭ অক্টোবর ১২৬৫ সালে ভোর থেকে দশটা পর্যন্ত পাঁচবার কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করেন, এরপর যিকিরে লিপ্ত হয়ে যান। কিছুক্ষণ পর তাঁর কক্ষ থেকে আওয়াজ আসলো যে, এবার বন্ধুর বন্ধুর সাথে সাক্ষাতের সময় এসে গেছে। লোকেরা ভেতরে এসে গেলো। ইশার নামায জামাআত সহকারে আদায় করার পর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বেহুঁশ হয়ে গেলেন, হুঁশ ফিরে আসলে জিজ্ঞাসা করলেন: ইশার নামায কি পড়ে নিয়েছি। আরয করা হলো: জি হ্যাঁ। অতঃপর দুই রাকাত নফলের নিয়্যত বেঁধে নিলেন, প্রথম রাকাতের সিজদায় তাঁর রূহ শরীর থেকে বিদায় নিয়ে যায়। অতঃপর এরূপ আওয়াজ আসলো, যা সবাই শুনেছিলো যে, সারা দুনিয়ায় আমানত ছিলো, যা **আল্লাহর** নিকট সমর্পন করা হলো। ওফাত শরীফের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে একটি গুঞ্জন উঠে যায়, এত

লোক সমবেত হয়েছিলে যে, জানাযার নামাযের ব্যবস্থা শহরের বাইরে করতে হয়েছিলো। তাঁর খলিফা মাওলানা বদরুদ্দীন ইসহাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ জানাযার নামায পড়ান, এরপর জানাযার খাট শহরে আনা হয়।

ফরীদুল হক, হকের সাথে মিলিত হলো

হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যে রাতে হযরত বাবা ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশকর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ইন্তিকাল হলো, এক বুযুর্গ স্বপ্নে দেখলেন, আসমানের দরজা খুলে গেলো এবং এই আওয়াজ আসলো, "খাজা ফরীদুল হক, হকের সাথে মিলিত হলো এবং **আল্লাহ পাক** তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।"

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجا ہِ النَّبِيِّ الۡاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হো খবর গাইব নাওয়াযী কি, ভর ও ঝুলি গরীব নাওয়াযী কি
হোতি হে এহি মাঙ্গতোঁ কি গুযার আ'বাদ রাহে তেরা পাকপতন

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বাবা ফরীদ উদ্দীন গঞ্জেশকর رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এর অমীয়বাণী:

- গুনাহ করে খুশী হওয়া জঘন্য অপরাধ
- দ্বীনের (ইসলামের) কোন পরিপুরক হতে পারে না
- সময়ের মতো কোন মূল্যবান সম্পদ অর্জিত হতে পারে না
- নিজের দোষ-ত্রুটিকে সর্বদা চোখের সামনে রাখো

(সিয়ারুল আউলিয়া, ১৪১ পৃষ্ঠা)

দা'ওয়াতে ইসলামী

মাদানী চ্যানেল দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৫৯

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net